জানার জন্যে কুরআন
মানার জন্যে কুরআন

Read The Quran To Know
Read The Quran To Follow

আবদুস শহীদ নাসিম

জানার জন্যে কুরআন
মানার জন্যে কুরআন

আবদুস শহীদ নাসিম

বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি
BORNALI BOOK CENTER-BBC

বই
জানার জন্যে কুরআন মানার জন্যে কুরআন
লেখক
আবদুস শহীদ নাসিম

©Author

ISBN: 984-645-003-2
BBCP : 06
প্রকাশক
বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি
বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭৪৫২৮২৩৮৬, ০১৭৫৩৪২২২৯৬
প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯৮ ঈসায়ি
ষষ্ঠ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৮ ঈসায়ি
মুদ্রণে
আল্ ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

Book
Read the Quran to know Read the Quran to follow
Author
Abdus Shaheed Naseem
Publisher
Bornali Book Center-BBC
Mobile: 01745282386, 01753422296.
Print time
First Print: October 1998
Sixth Print: April 2018

দাম: ৩০.০০ টাকা মাত্র
Price: Tk.30.00 Only

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	আল কুরআন সম্পর্কে আল কুরআন	০৫
০২.	আল কুরআন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. -এর বাণী	০৬
০৩.	কুরআন সাফল্যের চাবিকাঠি	০৬
০৪.	না বুঝলে অনুসরণ করা যায়না	০৭
০৫.	কুরআন না বুঝলে অন্ধকার থেকে আলোতে আসা যায়	০৯
০৬.	বুঝার জন্যেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে	১০
০৭.	কুরআন গোপন করা মহাপাপ	১৩
০৮.	কুরআন বুঝা সহজ	১৮
০৯.	মানবতার মুক্তির পথ আল কুরআন	২২
১০.	আল কুরআন জীবন যাপনের নির্ভুল বিধান	২৩
১১.	মানুষের ভালো মন্দের মাপকাঠি	২৪
১২.	শিখা অনির্বাণ	২৫
১৩.	আসুন কুরআন পড়ুন	২৫
১৪.	কুরআন বুঝুন এবং মেনে চলুন	২৬
১৫.	কুরআন বুঝার উপায় কি?	২৭
১৬.	অনুবাদ পড়ে কুরআন বুঝুন	২৮
১৭.	তফসির পড়ে কুরআন বুঝুন	২৯
১৮.	কুরআন সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বইগুলোর সাহায্য নিন	৩১
১৯.	আম্বিয়ায়ে কিরাম ও বিশ্বনবীর জীবনী পড়ুন	৩২
২০.	আরো দুইটি বই	৩২
২১.	শুনে কুরআন বুঝুন	৩৩
২২.	কুরআন ক্লাশ চালু করুন	৩৩
২৩.	দরসুল কুরআনের ব্যবস্থা করুন	৩৫
২৪.	তফসিরুল কুরআনের অনুষ্ঠান করুন	৩৬
২৫.	কুরআন তিলাওয়াত শিখুন	৩৬
২৬.	লেখার অভ্যাস থাকলে লিখুন	৩৭
২৭.	আসুন সিদ্ধান্ত নিই	৩৮

কুরআন কারিম সম্পর্কে লেখকের অন্যান্য বই

০১. আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ
০২. আল কুরআন: সহজ বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ
০৩. তাদরিসুল কুরআন
০৪. কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
০৫. কুরআনের সাথে পথ চলা
০৬. কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
০৭. আল কুরআন বিশ্বের সেরা বিস্ময়
০৮. কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
০৯. আল কুরআন আত্ তাফসির
১০. আল কুরআন কি ও কেন?
১১. আল কুরআনের দু'আ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

জানার জন্যে কুরআন
মানার জন্যে কুরআন

১. আল কুরআন সম্পর্কে আল কুরআন

০১. *এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। ... এটি সন্দেহাতীত, নিখিল বিশ্বের অধিকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (সূরা ১০ ইউনুস: আয়াত ৩৭)*

০২. *এ (কুরআন) আল্লাহর দেয়া পথ-নির্দেশ। (সূরা ৩৯ যুমার: আয়াত ২৩)*

০৩. *রমযান মাসে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন মানব জাতির জীবন যাপনের ব্যবস্থা হিসেবে। আর এ গ্রন্থ এমন অকাট্য ও সুস্পষ্ট নির্দেশিকা সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য পরিষ্কার করে দেয়। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৮৫)*

০৪. *এ কুরআন এমন পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল-সঠিক ও স্থায়ী। যেসব মুমিন এর ভিত্তিতে সঠিক কাজ করে, এ কুরআন তাদেরকে বিরাট প্রতিদানের সুসংবাদ দেয়। (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল: আয়াত ৯)*

০৫. *আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একটি জ্যোতি ও এক সুস্পষ্ট কিতাব। যারা তাঁর সন্তুষ্টি চায়, এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তাদের দেখিয়ে দেন শান্তি ও নিরাপত্তার পথ, নিজ ইচ্ছায় তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোতে এবং তাদের নির্দেশিকা প্রদান করেন সরল-সঠিক পথের। (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ১৫-১৬)*

০৬. *আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম বাণী, তা এমন এক গ্রন্থ, যাতে বিভিন্ন বিষয় পুন: পুন: আলোচনা হয়, তবু তা নিখাঁদ ভারসাম্যপূর্ণ। যারা তাদের মালিককে ভয় করে, এ গ্রন্থ পাঠে তাদের লোম শিউরে উঠে। অতপর আল্লাহর স্মরণে তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে যায়। (সূরা ৩৯ যুমার: আয়াত ২৩)*

০৭. *আমি আল কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ করে দিয়েছি। এ থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা ৫৪ আল ক্বামার: আয়াত ৪০)*

২. আল কুরআন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. -এর বাণী

০১. তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআন শিখে এবং শিখায়। (সহীহ বুখারি)

০২. তোমরা কুরআন পড়ো, কুরআনের সাথি হও। কিয়ামতের দিন কুরআন তার সাথিদের পক্ষে সুপারিশকারী হয়ে আসবে। (সহীহ মুসলিম)

০৩. কিয়ামতের দিন কুরআন বান্দার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সুপারিশ করবে। (মিশকাত শরিফ)

০৪. পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কুরআনকে সাথি বানিয়েছে, আখিরাতে তাকে বলা হবে, পড়ো এবং উপরে উঠো। (তিরমিযি)

০৫. সকল বাণীর উপর আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক সে রকম, যেমন সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব। (তিরমিযি)

০৬. কুরআন আল্লাহর মজবুত রশি, বিজ্ঞানসম্মত উপদেশ এবং সরল সঠিক পথ। (জামে তিরমিযি)

০৭. কুরআনের আহ্বান ও আলোচ্য বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করো, অবশ্যি তোমরা সাফল্য লাভ করবে। (বায়হাকি)

০৮. কুরআনের চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস সাথে নিয়ে তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে না। (হাকিম)

০৯. কুরআন একটি রশি। এর একপ্রান্ত আল্লাহর হাতে, আরেক প্রান্ত তোমাদের মাঝে। তোমরা এ রশিকে শক্ত করে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, ধ্বংস হবে না কখনো। (ইবনে আবি শাইব)

৩. কুরআন সাফল্যের চাবিকাঠি

আল কুরআন সুন্দর মানুষ, আদর্শ সমাজ ও শ্রেষ্ঠ জাতি গঠনের সর্বোত্তম মাধ্যম। আল কুরআন সাফল্য ও বিজয় লাভের 'মাষ্টার কী' (Master Key)। এ শুধু কথার কথা নয়, বাস্তব ঘটনা। সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস খুলে দেখুন।

৬১০ খৃষ্টাব্দে অবতীর্ণ হবার সূচনা থেকে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে আল কুরআন কতো যে অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষকে ইতিহাসের স্বর্ণ শিখরে মর্যাদাশীল করেছে! ইতিহাসের অন্তরালে অবস্থিত কতো যে কবিলা আর কওমকে বিশ্ব ইতিহাসের সোনালি পত্রে স্থান করে দিয়েছে! এ কুরআন

মেষ পালের রাখালদের মানব ইতিহাসের সেরা মানুষ রূপে গড়ে তুলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জোড়া সম্রাজ্যের শাসক বানিয়েছে। কালো কুচকুচে ক্রীতদাসদের সুপ্ত প্রতিভা প্রস্ফুটিত করে অসীম সাহসী সেনাপতির পদে সমাসীন করে দিয়েছে। গোত্র প্রিয় বেদুঈনদের মানবতা প্রিয় ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক, প্রশাসক, রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি, বীর সেনাপতি ও কর্মবীর বানিয়েছে।

আল কুরআন ব্যক্তির আত্মগঠন ও সাফল্যের সিঁড়ি। এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে বিকশিত করে উঠাতে পারেন সাফল্যের শিখরে। জাতীয়ভাবে গোটা জাতি কুরআনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে উন্নতির সর্বোচ্চাসনে। কুরআন সেরা ব্যক্তি, সেরা সমাজ ও সেরা জাতি নির্মাণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। যে কোনো জাতি আল কুরআনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে সাফল্য, গৌরব ও মুক্তির বিশ্বজয়ী মিনারের চূড়ায়।

আমাদের দেশে কুরআন পাঠ করা হয় সাধারণত নেকির উদ্দেশ্যে। কিন্তু কুরআন কেবল নেকির উদ্দেশ্যে পাঠ করার জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। কেবল নেকির উদ্দেশ্যে পাঠ করলে কুরআন থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠনে কোনো ফায়দা পাওয়া সম্ভব নয়। কুরআন থেকে ফায়দা পেতে হলে কুরআনকে বুঝতে হবে, কুরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ংগম করতে হবে এবং কুরআনকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে অনুশীলন করতে হবে।

কুরআন একটি গ্রন্থ, একটি বিমূর্ত জীবন ব্যবস্থা। কেবল অনুশীলনের মাধ্যমেই তা মূর্ত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই যারা কুরআনকে আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ ও জীবন ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করেন, তাদের জীবনের সব চাইতে বড় কর্তব্য হলো আল কুরআনকে বুঝা ও অনুশীলন করা। এভাবেই সফল ও স্বার্থক হতে পারে কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য আর উপকৃত হতে পারে মানুষ ও মানব সমাজ। তাই এখানে কুরআন নিয়েই বলতে চাই কিছু কথা। এসব কথা হয়তো অনেকেরই অজ্ঞাত নয়, তবুও ন্যায় কথা নিত্যদিন নজরে আনা অন্যায় নয়।

৪. না বুঝলে অনুসরণ করা যায়না

আল্লাহ তায়ালা যখনই কোনো নবীর মাধ্যমে কোনো জাতির কাছে কিতাব নাযিল করেছেন, তা করেছেন অনুসরণ, অনুকরণ করার জন্যে এবং সে কিতাব অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যে। তিনি এই একই উদ্দেশ্যে

মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে কুরআন নাযিল করেছেন। একথা তিনি কুরআনেই পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন:

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ • اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ • اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ •

"আর আমি এ কিতাব নাযিল করেছি একটি আশির্বাদপূর্ণ (blessed) কিতাব হিসেবে। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং (এর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে) আল্লাহকে ভয় করো। এভাবেই তোমরা লাভ করবে অনুকম্পা (mercy)। (এ কিতাব অবতীর্ণের পর) এখন আর তোমরা একথা বলতে পারবে না যে: 'কিতাব তো দেয়া হয়েছিল আমাদের পূর্বের দুটি দলকে (ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে) এবং তারা কী পাঠ করতো, তাতো আমরা কিছুই জানিনা।' কিংবা এখন আর তোমরা এ অভিযোগও করতে পারবেনা যে: 'আমাদের প্রতি যদি কিতাব নাযিল হতো, তবে আমরা ওদের চাইতে অধিক সঠিক পথের অনুসারী হতাম।' সুতরাং এখন আর এসব কথা বলার সুযোগ নেই। এখন তো তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এক সুস্পষ্ট প্রমান (clear proof) পথনির্দেশ (Guidance) এবং অনুকম্পা (mercy) এসেছে। এখন যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার চাইতে বড় ভুল আর কে করবে? যারা আমার আয়াত (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাদের এই সত্য বিমুখতার কারণে আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট আযাবে নিমজ্জিত করবো।" (সূরা ৬ আল আন'আম: আয়াত ১৫৫-১৫৭)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কুরআন নাযিল করা হয়েছে অনুসরণ করার জন্যে। স্বয়ং আল্লাহ কুরআনকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর অনুসরণ করার জন্যে অবশ্যি কুরআন পড়তে এবং বুঝতে হবে।

কিতাব নাযিল না করলে না পড়ার, না বুঝার ও অনুসরণ না করার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত অভিযোগ থাকতে পারতো, কিন্তু কুরআন নাযিল করার পর এখন আর সে অভিযোগ করার সুযোগ নেই।

এখন যে ব্যক্তি কুরআন বুঝার ও অনুসরণ করার চেষ্টা করবে না, সে সবচাইতে বড় যালিম (ভুল পদক্ষেপ গ্রহণকারী)। সে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট শাস্তি ভোগ করবে।

৫. কুরআন না বুঝলে অন্ধকার থেকে আলোতে আসা যায় না

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন, তা-ই সত্য সঠিক পথ। এটাই দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথ। এ জন্যে কুরআন প্রদর্শিত পথ হচ্ছে নূর বা আলো। এ ছাড়া বাকি সব মত ও পথ হচ্ছে অন্ধকার। কারণ বাকি সবই জাহান্নামের পথ। আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করেছেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্যে:

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ •

"হে মুহাম্মদ! এটি একটি কিতাব। আমরা এটি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসো।" (সূরা ১৪ ইবরাহিম: আয়াত ০১)

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ •

"কাজেই যারা তার (রসূলের) প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং তার প্রতি যে নূর (আলো) অবতীর্ণ হয়েছে তা মেনে চলে, তারাই হবে সফলকাম।" (সূরা ৭ আ'রাফ: আয়াত ১৫৭)

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ •

"তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি তাঁর দাসের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (কুরআন) নাযিল করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন।" (সূরা ৫৭ আল হাদীদ: আয়াত ৯)

এ আয়াতগুলোতে কুরআন নাযিলের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তাহলো মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসা।

যে ব্যক্তি কুরআন বুঝলোনা, তার কাছে তো আলো অন্ধকার দুটোই সমান।

সুতরাং আলো দেখতে হলে কুরআন বুঝতে হবে। কুরআন না বুঝলে আলোতে আসার সুযোগ কোথায়?

৬. বুঝার জন্যেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে

কুরআন বলছে, আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করেছেন যেনো মানুষ কুরআনের বক্তব্য বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, যেনো কুরআন থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে:

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا •

"এরা কি এ কুরআনকে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার বিবেচনা (consider) করে দেখেনা? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত হতো, তবে অবশ্যি, তারা এতে বক্তব্যের অসংগতি খুঁজে পেতো।" (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ৮২)

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ •

"এটি একটি বই। আমরা এটি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি। এটি একটি আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদ গ্রন্থ আমরা এজন্যে নাযিল করেছি, যাতে করে মানুষ এর আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে এবং বুঝ-বিবেকওয়ালা লোকেরা যেনো এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।" (সূরা ৩৮ সোয়াদ: আয়াত ২৯)

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا •

"তারা কি মনোযোগ সহকারে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনা? নাকি তাদের অন্তরগুলোতে তালা লাগানো রয়েছে?" (সূরা ৪৭ মুহাম্মদ: আয়াত ২৪)

মদিনা থেকে প্রকাশিত The Noble Quran-এ এ আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নরূপ:

Do they not then think deeply in the Quran, or are their hearts locked up (from understanding it)?

এই তিনটি আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা যারা কুরআন বুঝার চেষ্টা করেনা এবং মনোযোগ সহকারে কুরআন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেনা, তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন।

আল্লাহ বলেন, কুরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত হতো, তবে এতে অনেক অসংগতি ও স্ববিরোধী বক্তব্য পাওয়া যেতো, কিন্তু যারা কুরআন বুঝে এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাদের কাছে একথা পরিষ্কার যে, কুরআনে কোনো অসংগতি নেই, কোনো স্ববিরোধী বক্তব্য নেই। তাই এটি কিছুতেই আল্লাহ ছাড়া আর কারো রচিত হতে পারেনা। কেবল আল্লাহর বাণীই এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত (Well-ordered) হতে পারে।

যারা কুরআন বুঝেনা, তাদের পক্ষে কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে প্রমাণ করার সুযোগ নেই।

সূরা সোয়াদের আয়াতটিতে বলা হয়েছে, কুরআন নাযিলই করা হয়েছে বুঝার জন্যে, চিন্তা-ভাবনা করে দেখার জন্যে।

বলা হয়েছে, বুঝ-বুদ্ধিওয়ালা লোকেরাই কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

সূরা মুহাম্মদের আয়াতটিতে বলা হয়েছে, যারা কুরআন বুঝার চেষ্টা করেনা, কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনা, তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে।

সম্মানিত পাঠকগণের ভেবে দেখার জন্যে বলছি, দেখুন মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, হাত দিয়ে স্পর্শ করে, মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে; কিন্তু এই অংগগুলো দিয়ে বুঝতেও পারেনা, উপলব্ধিও করতে পারেনা। মানুষ তো বুঝে এবং উপলব্ধি করে তার অন্তর ও মন-মস্তিস্ক দিয়ে।

যারা তাদের মন-মস্তিস্ক কাজে লাগায়না, তাদের চোখ কি দেখলো তার খবর তারা রাখেনা। তাদের কান কী শুনলো, সে খবর তারা রাখেনা।

তাদের শরীরে কিসের স্পর্শ লাগলো, সে বোধ তাদের থাকেনা। তাদের মুখ কী পাঠ করলো তাদের মর্মে তা পৌঁছেনা। এ জন্যেই বলা হয়েছে তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে।

যারা বুঝার চেষ্টা করেনা, মন-মস্তিস্ক খাটায়না এবং বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগায়না, তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ • وَمَثَلُ
الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ
بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ •

"আর যখন তাদের বলা হয়: আল্লাহ (কুরআনে) যে বিধান নাযিল করেছেন, তোমরা তা মেনে চলো।' তখন তারা বলে: 'আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে, আমরা সে পথেই চলবো।' আচ্ছা, তাদের বাপ-দাদারা যদি বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে না থাকে এবং সঠিক পথ লাভ করে না থাকে, তবু কি তারা তাদেরই অনুসরণ করবে? যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান মুতাবিক চলতে অস্বীকার করে, তাদের উপমা হলো রাখালের পশু। রাখাল তার পশুকে ডাকে, কিন্তু তার পশু তার ডাকাডাকির শব্দ (আওয়াজ) ছাড়া আর কিছুই শুনেনা (বুঝেনা)। আসলে এই লোকেরা বধির, বোবা, অন্ধ। তাই তারা কিছুই বুঝতে পারেনা।" (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৭০-১৭১)

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا
أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ •

"আমি তাদের কান দিয়েছিলাম, চোখ দিয়েছিলাম, অন্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহর আয়াতকে অমান্য-অস্বীকার করার কারণে তাদের কান তাদের কোনো উপকার করেনি, তাদের চোখ তাদের কোনো উপকার করেনি, আর না তাদের অন্তর তাদের কোনো কাজে এসেছে।" (সূরা ৪৬ আহকাফ: আয়াত ২৬)

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ •

"আসলে তাদের চোখ অন্ধ নয়, বরং অন্ধত্ব চেপে বসেছে তাদের বুকের মধ্যকার অন্তরে।" (সূরা ২২ আল হজ্জ: আয়াত ৪৬)

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا • وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا •

"তুমি যখন কুরআন পড়ো, তখন আমরা তোমার ও আখিরাতে অবিশ্বাসীদের মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিই এবং তাদের অন্তরের উপর আবরণ ছড়িয়ে দিই যাতে করে তারা তা (কুরআন) না বুঝে, তাছাড়া তাদের কানেও তালা লাগিয়ে দিই।" (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল: আয়াত ৪৫-৪৬)

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ •

"কখনো নয়, বরং আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করার কারণে তাদের অন্তরে মরীচিকা পড়ে গেছে।" (সূরা ৮৩ মুতাফফিফীন: আয়াত ১৪)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, যারা কুরআনকে অস্বীকার করে, তারা তাদের বিরোধিতার কারণে কুরআনকে হৃদয়ংগম করতে পারেনা, কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

যারা অর্থ না বুঝে কুরআনের শব্দ উচ্চারণ করাকেই যথেষ্ট মনে করে, তাদের উপমা হচ্ছে রাখালের ভেড়া, যারা রাখালের কথার শব্দ শুনে, কিন্তু মর্ম বুঝেনা।

যারা অর্থ ও মর্ম না বুঝে কুরআন পড়ে, তাদের ও কুরআনের মাঝখানে একটা পর্দা ঝুলে আছে। তারা কুরআনের শব্দ শুনে, তবে কুরআনকে দেখেনা।

৭. কুরআন গোপন করা মহাপাপ

অতীতে ইহুদি খৃষ্টানদের ধর্মীয় পুরোহীতরা তাদের ইচ্ছামতো আল্লাহর কিতাবকে রদবদল করতো। তাদের ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর

আয়াতগুলোকে তারা গোপন রাখতো এবং মনগড়া নিয়ম-কানুন জনগণের উপর চাপিয়ে দিতো।

তারা আরেকটি বিরাট অপরাধ করছিল। সেটা হলো, তারা নিয়ম চালু করে যে, আল্লাহর কিতাব বুঝা এবং বুঝানোর দায়িত্ব শুধু ধর্মীয় পুরোহীতদের। জনগণকে আল্লাহর কিতাব বুঝা থেকে দূরে থাকতে হবে। জনগণ শুধু পুরোহীতদের কথা মতো চলবে। এভাবে তারা জনমানুষ থেকে আল্লাহর কিতাবকে গোপন করে রাখতো।

কিতাবের রয়েছে দুইটি দিক: ০১. ভাষা ও ০২. বক্তব্য। আল্লাহ তায়ালা যে এলাকা থেকে নবী মনোনীত করেছেন, সেখানকার ভাষায় কিতাব নাযিল করেছেন। আর কিতাবে তিনি মূলত তাঁর হুকুম-আহকাম, বিধি বিধান তথা দীন ও শরীয়ত নাযিল করেছেন। সুতরাং কিতাবের ভাষা হলো মাধ্যম বা উপায় (means), আর বক্তব্যটাই হলো মূল লক্ষ্য (ends)। তাই -

কেউ যদি কুরআনের ভাষা পড়লো, কিন্তু বক্তব্য বুঝলোনা, বুঝার চেষ্টা করলোনা, তবে সে আল্লাহর কিতাবকে গোপন করলো বা ঢেকে রাখলো।

কেউ যদি কাউকেও কুরআনের হরফের উচ্চারণ বা ভাষার বেবুঝ পাঠ শিখায় এবং অর্থ ও মর্ম না শিখায়, না বুঝায়, তবে সে কুরআন গোপন করে, কুরআনকে ঢেকে রাখে।

যারা কুরআনকে ঢেকে রাখে, গোপন রাখে, কুরআন দ্বারা যে কোনো অবৈধ জাগতিক স্বার্থ হাসিল করতে তাদের কোনো বাধা থাকেনা। তাই এরা সবচাইতে বড় যালিম, মহা অপরাধী।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

"ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে আছে, যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সাক্ষ্য (কিতাব, বিধান) রয়েছে, অথচ সে তা গোপন করে রাখে? জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের কর্মকান্ডের ব্যাপারে গাফিল নন।"
(সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত-১৪০)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ • اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ • ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ •

"আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, যারা সেগুলো গোপন করে এবং সেগুলো দ্বারা সামান্য পার্থিব স্বার্থ ক্রয় করে, তারা আসলে আগুন দিয়ে নিজেদের উদর ভর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেন না। তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। আসলে এরা হচ্ছে সেইসব লোক যারা হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে আর ক্ষমার বিনিময়ে কিনেছে শাস্তি। কী অদ্ভুত এদের কান্ড, তারা জাহান্নামের আযাব বরদাশত করার জন্যে এরকম দৃঢ়তা দেখাচ্ছে! এর কারণ হলো, আল্লাহ সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করার পরও যারা তাঁর কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে, তারা বাড়াবাড়ি করে অনেক দূরে সরে গেছে।" (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৭৪-১৭৬)

কুরআনের অর্থ না বুঝা এবং না বুঝানো, না জানা এবং না জানানো, না শিখা এবং না শিখানো দ্বারা কুরআন গোপন করা হয়। কারণ, আল্লাহ তো কুরআন মানুষের জন্যে জীবন পদ্ধতি হিসেবে নাযিল করেছেন। আর এভাবে মানুষের জন্যে আল্লাহর পাঠানো 'জীবন পদ্ধতি' গোপন করা হয়ে থাকে। ভাষা উচ্চারিত হয়, কিন্তু বক্তব্য ঢাকা পড়ে (covered) থাকে।

এভাবে লোকেরা আল্লাহর কিতাবকে ঢেকে রাখে এবং গোপন করে। কিন্তু এরা কারা? কারা আল্লাহর কিতাবকে গোপন করে? কেন করে? এরা হলো:

০১. *আল্লাহ তায়ালা যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন, যারা তা জানেনা এবং জানার চেষ্টা করেনা, তারা শব্দ ও ভাষার ঢাকনা খুলে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝার চেষ্টা করেনা। এরা নিজেদের কাছে কুরআনকে গোপন করে, ঢেকে রাখে।*

০২. *যারা নিজেরা কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে, কিন্তু মানুষকে বুঝায়না, তারা মানুষের নিকট থেকে কুরআনকে গোপন করে। মানুষ যাতে*

জানতে না পারে, সে জন্যে ঢেকে রাখে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ও জীবন পদ্ধতিকে।

০৩. *যারা কুরআনের অর্থ, মর্ম ও শিক্ষা বুঝাতে ও প্রচার করতে নিষেধ করে, বাধা দেয়, তারা ক্ষমতার দাপটে কিংবা বল প্রয়োগ করে অথবা সন্ত্রাস করে অথবা প্রতারণা করে কুরআনকে ঢেকে রাখে, চাপা দিয়ে রাখে।*

০৪. *কুরআনের আদর্শ ও বিধানসমূহ হলো বিমূর্ত ধারণা (abstract idea)। আল্লাহ তা নাযিল করেছেন মানুষের জীবন ও সমাজে বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। যারা কুরআনকে নিজেদের জীবন ও সমাজে বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা-সাধনা করেনা, তারা কুরআনকে গোপন করে।*

০৫. *যারা মনে করে এবং বলে, কুরআন বুঝা এবং বুঝানো অমুক শ্রেণির লোকদের দায়িত্ব কিংবা এটা আমাদের কাজ নয় অথবা এটা সাধারণ মানুষের কাজ নয়- তারা কুরআনকে গোপন করে।*

লোকেরা কেন কুরআনকে গোপন করে? আসলে বিভিন্ন শ্রেণির লোকেরা বিভিন্ন কারণে কুরআনকে গোপন করে :

০১. *একদল লোক কুরআন গোপন করে অজ্ঞতার কারণে।*

০২. *একদল লোক কুরআন গোপন করে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য না জানার কারণে।*

০৩. *একদল লোক কুরআন গোপন করে অবহেলা ও অসচেতনতার কারণে।*

০৪. *একদল লোক কুরআন গোপন করে কুরআনের বিনিময়ে জাগতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্যে।*

০৫. *একদল লোক কুরআন গোপন করে জনগণকে অজ্ঞ রেখে তাদের উপর ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে।*

০৬. *একদল লোক কুরআন প্রকাশ হতে বা প্রকাশ করতে বাধা দেয় নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে, অর্থাৎ আদর্শিক শত্রুতা বশত।*

০৭. *একদল কুরআন প্রকাশ করতে বাধা দেয় নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে।*

০৮. *একদল লোক কুরআন গোপন করে কুরআন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সংগ্রাম করলে মানুষ তাদের শত্রু হয়ে যাবে এই ভয়ে।*

০৯. *একদল লোক কুরআন বুঝা, বুঝানো, চর্চা করা, প্রচার করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন না করে কুরআন গোপন করে মানুষের তিরস্কারের ভয়ে। মানুষ তাতে মোল্লা, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে গালি দেবে এই ভয়ে।*

১০. *এছাড়াও বিভিন্ন কারণ ও অজুহাতে লোকেরা কুরআন গোপন করে এবং ঢেকে রাখে।*

আমরা উপরে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছি, সেখানে যারা আল্লাহর কিতাব গোপন করে, তাদের ভয়াবহ পরিণতি ও শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে :

০১. *তারা সবচাইতে বড় যালিম অপরাধী।*

০২. *আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গাফিল নন।*

০৩. *তারা নিজেদের পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করছে।*

০৪. *কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেননা।*

০৫. *তাদেরকে তাদের অপরাধ থেকে পবিত্র (মুক্ত) করবেন না (তাদের অপরাধ মাফ করবেন না)।*

০৬. *তাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।*

০৭. *তারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করছে।*

০৮. *তারা ক্ষমা লাভের বিনিময়ে শাস্তি গ্রহণের পথ বেছে নিয়েছে।*

০৯. *তারা জাহান্নামের দগ্ধ হবার ব্যাপারে অনমনীয় থেকেছে।*

হে বিবেকবান সুধীজন! আসুন আমরা সতর্ক হই। আসুন, আমরা কুরআন গোপন রাখার পথ বর্জন করি। এখন থেকে কুরআনকে নিজেদের কাছে এবং সর্বজনের কাছে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই। আসুন, আমরা অতীতের ভুলের জন্যে তওবা করি।

আসুন, আমরা জাতিকে সতর্ক করি, সজাগ করি।

আসুন, আমরা সত্য প্রকাশ করি।

আসুন, আমরা কুরআনের ঢাকনা খুলে দিই।

আসুন, আমরা কুরআনের সত্যিকার বাহক হই।

আসুন, আমরা কুরআনকে আমাদের দিশারি (Guide) বানাই।

৮. কুরআন বুঝা সহজ

কুরআন বুঝা কঠিন নয়, সহজ।

কুরআন অতিমানবীয় কোনো ভাষায় নাযিল করা হয়নি।

কুরআন মানুষের ব্যবহারিক ভাষায় নাযিল করা হয়েছে।

কুরআন কোনো মৃত ভাষায় নাযিল করা হয়নি।

কুরআনের ভাষা আরবি ভাষা এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা।

আরবি অন্যতম বিশ্বভাষা।

কুরআনের ভাষা আরবি এক জীবন্ত ও দ্রুত প্রসারমান ভাষা।

বর্তমানে আমেরিকা, ইউরোপ ও দূর প্রাচ্যের বহু দেশের উৎপাদিত সামগ্রির প্যাকেটের গায়ে এবং ম্যানুয়্যালেও ব্যাপকহারে আরবি ও ইংরেজি নির্দেশিকা লেখা থাকে।

আরবি ভাষা কেবল মুসলিমরাই নয়, অমুসলিমরাও ব্যাপকহারে শিখছে এবং শিখাচ্ছে।

আরবি ভাষা বেশ কয়েকটি উন্নত দেশের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা।

আরবি ভাষার দেশগুলোতে সারা বিশ্বের মানুষই চাকুরি বাকুরি করে।

তাই এমন জীবন্ত, প্রচলিত, ও প্রসারমান একটি বিশ্বভাষা আরবি ভাষা শিখা কিছুতেই কোনো কঠিন কাজ নয়, যেমন কঠিন কাজ নয় ইংরেজি ভাষা শিখা।

অপরদিকে যেহেতু মুসলিমদের জন্যে কুরআন বুঝা ফরয, সেজন্যে অবশ্য কর্তব্য কাজ হিসাবে তাদেরকে কুরআনের ভাষা বুঝা নিজেদের জন্যে সহজ করে নিতে হবে। যেমন চাকুরি-বাকুরিসহ বিভিন্ন জাগতিক প্রয়োজনে লোকেরা ইংরেজি ভাষা বুঝা নিজেদের জন্যে সহজ করে নেয়।

নিরক্ষর লোকদের কথা ভিন্ন। কিন্তু স্বাক্ষর ও শিক্ষিত লোকদের অবশ্য কর্তব্য হিসেবে কুরআনের ভাষা শিখা জরুরি। না শিখার কোনো যুক্তিসংগত কারণ তাদের কাছে নেই।

সব শিক্ষিত ব্যক্তিই কুরআনের ভাষা সহজে শিখতে পারেন। কারণ, আরবি ভাষার মধ্যেও আবার কুরআনের ভাষা সহজ। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা সহজে বুঝার মতো করেই কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ •

"আমরা এ কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। এমতাবস্থায় এটি বুঝার এবং এ থেকে শিক্ষা-উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?"

এ আয়াতটি সূরা (৫৪) আল কামারে চার বার উল্লেখ হয়েছে। আয়াত নম্বর যথাক্রমে ১৭, ২২, ৩২, ৪০।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ •

"(হে মুহাম্মদ!) অবশ্যি আমি এ কুরআনকে তোমার বাক প্রক্রিয়ায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে লোকেরা সহজেই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা ৪৪ আদ দুখান: আয়াত ৫৮)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا •

"(হে মুহাম্মদ!) তোমার বাক প্রক্রিয়ায় আমরা এই বাণী (কুরআন) -কে সহজ করে দিয়েছে, যাতে করে তুমি এর দ্বারা বিবেকবান-ন্যায়পরায়ণ লোকদের সুসংবাদ দান করতে পারো, আর সতর্ক করতে পারো হঠকারী-ঝগড়াটে-তর্কবাগীশ লোকদের।" (সূরা ১৯ মরিয়ম: আয়াত ৯৭)

এ আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি জিনিস আমাদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গোলো। সেগুলো হলো:

আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে সহজ করে নাযিল করেছেন।

তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন মানে কুরআন বুঝা এবং কুরআনে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন যাপন করাকে সহজ করে দিয়েছেন।

তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন কুরআন থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে।

তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন বিবেকবান-ন্যায়পরায়ণ লোকদের সুসংবাদ প্রদান করার জন্যে।

তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন হঠকারী ঝগড়াটে কুতর্কে লিপ্ত লোকদের সতর্ক করার জন্যে।

তিনি আহ্বান জানিয়েছেন কুরআন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সব মানুষের জন্যে উপদেশ হিসেবে কুরআন নাযিল করেছেন, সে জন্যেই আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে সব মানুষের বুঝার উপযোগী করেছেন। মূলত আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কথা বলতে শিখিয়েছেন কুরআন (তথা আল্লাহর কিতাব) শিখা এবং শিক্ষাদান করার জন্যেই:

اَلرَّحْمٰنُ • عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ • خَلَقَ الْاِنْسَانَ • عَلَّمَهُ الْبَيَانَ •

"(আল্লাহ) পরম দয়ালু। তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলতে শিখিয়েছেন।" (সূরা ৫৫ আর রাহমান: আয়াত ১-৪)

এ আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি মৌলিক বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। সেগুলো হলো:

কুরআন মানব রচিত নয়, স্বয়ং আল্লাহই কুরআন শিখিয়েছেন, তিনিই কুরআন নাযিল করেছেন।

তিনি মানুষ সৃষ্টি করে তাদের জন্যেই কুরআন নাযিল করেছেন।

তিনি মানুষকে 'বয়ান' বা বাকশক্তি দিয়েছেন, কথা বলতে শিখিয়েছেন।

তিনি মানুষকে বাকশক্তি দিয়েছেন, কুরআন শিখা ও শিক্ষাদান করার জন্যে।

অর্থাৎ কুরআনে তিনি যে জীবন-পদ্ধতি দিয়েছেন, সেটা শিখা, শিক্ষাদান করা এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং বাকশক্তি দিয়েছেন।

'বয়ান' শব্দ দ্বারা কেবল 'বাকশক্তি' বুঝায়না, সেইসাথে জ্ঞান, বুঝ, বিবেক, মেধা, ইচ্ছাশক্তিও বুঝায়। অর্থাৎ তিনি মানুষকে এগুলো দান করেছেন তাঁর অবতীর্ণ (কুরআনে বা কিতাবে প্রদত্ত) জীবন-পদ্ধতি জানা, বুঝা ও মেনে চলার জন্যে। নিজেদের ইচ্ছা শক্তিকে তার অনুগামী করার জন্যে।

আল্লাহ তায়ালা এখানে শুরুতে তাঁর রহমান (পরম দয়ালু) গুণটি উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো, আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম দয়ালু। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে এবং বুঝ-জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বিপদগ্রস্ত ও বিপথগামী করে ছেড়ে দেননি; বরং তাকে জীবন-যাপন পদ্ধতিও শিখাবার ব্যবস্তা করেছেন। একথাটাই কুরআনের অন্যান্য স্থানে আল্লাহ এভাবে বলেছেন:

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى •

"হিদায়াত (জীবন-পদ্ধতি) প্রদান করা আমারই দায়িত্ব।" (আল লাইল: আয়াত-১২)

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ •

"সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব, যেহেতু (মানুষের সামনে) বক্র পথও রয়েছে। তিনি চাইলে তোমাদের (ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা হরণ করে) সবাইকে (অন্যান্য জীব-জন্তুর মতো বাধ্যতামূলকভাবে) সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন।" (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৯)

এ আয়াতগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন:

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে চলার স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন।

মানুষের চলার জন্যে বক্র-ভ্রান্ত পথও রয়েছে।

তাই তাকে সঠিক পথ দেখাবার এবং জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতি জানাবার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই নিয়েছেন।

তিনি কুরআনে মানুষকে জীবন-যাপনের সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

এজন্যে তিনি কুরআনকে সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট করেছেন। তাছাড়া তিনি কুরআনকে সত্য-মিথ্যা এবং ভ্রান্ত ও অভ্রান্তের পার্থক্যকারী বানিয়েছেন। একথা তিনি কুরআনে বারবার বলেছেন। যেমন সূরা বাকারায় বলেছেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ •

"রমযান মাস, এমাসেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন। এতে রয়েছে মানুষের জন্যে সঠিক জীবন-যাপন পদ্ধতি (হুদা)। এ (কুরআন) পরিষ্কার

ও সুস্পষ্টভাবে সঠিক পথ দেখায় এবং ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত পথের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।" (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৮৫)

এবার ভেবে দেখুন, যেখানে আল্লাহই মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং কুরআনের আকারে তার জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতি নাযিল করেছেন, সেক্ষেত্রে তিনি কুরআন বুঝা, কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং কুরআন নির্দেশিত পদ্ধতিতে জীবন যাপন করাকে কঠিন ও কষ্টসাধ্য করবেন কেন? বাস্তবিকই তিনি এমনটি করেননি। তাই তিনি বারবার বলছেন:

'কুরআন পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সঠিক পথ দেখায়।'

'কুরআন ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত পথের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে করে দেয়।'

'আমরা কুরআনকে বুঝা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি।'

'কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?'

হায়, যারা আল্লাহর দেয়া জীবন-যাপন পদ্ধতি আল কুরআনকে বুঝার-জানার চেষ্টা করেন না, তারা কতো বদনসীব! তাদের মধ্যে সব চাইতে বড় বদনসীব তারা, যারা জাগতিক কারণে বিদেশী ভাষায় বই পুস্তক পড়ালেখা করে ডিগ্রি অর্জন করেন, বিদেশী ও বিশ্বভাষাসমূহ শিখাকে জরুরি মনে করেন, অথচ কুরআন এবং কুরআনের ভাষা শিখার চেষ্টা করেন না!

৯. মানবতার মুক্তির পথ আল কুরআন

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সত্তা, গুণাবলি, ক্ষমতা, অধিকার কোনো কিছুতেই কেউ অংশীদার নেই। পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল, প্রাণীসহ গোটা মহাবিশ্বের তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মালিক, প্রভু, প্রতিপালক, শাসক ও নিয়ন্ত্রক। তাঁর ক্ষমতার কাছে সবাই এবং সবকিছুই অসহায়। তিনিই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তাঁর সন্তুষ্টিই মুক্তির একমাত্র উপায়।

মৃত্যুর পর তিনি সব মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন। মানুষের বিচার করবেন। বিচারে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলেছে বলে প্রমাণিত হবে, তিনি তাদের বসবাসের জন্যে দান করবেন অফুরন্ত সুখের সামগ্রির সুসজ্জিত জান্নাত। সেখানে থাকবে তারা চিরদিন, চিরকাল।

বিচারে যারা তাঁর সন্তুষ্টি মাফিক জীবন যাপন করেনি বলে প্রমাণিত হবে, তাদের তিনি নিক্ষেপ করবেন কঠিন শাস্তির দুঃখময় জাহান্নামে।

মুহাম্মদ সা. আল্লাহর আখেরি রসূল। তাঁর মাধ্যমে তিনি নাযিল করেছেন মানবতার মুক্তির নির্দেশিকা আল কুরআন। এ গ্রন্থে তিনি বাতলে দেন তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পথ এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার উপায়। কুরআনের ভিত্তিতে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হয় এবং কিভাবে তার নারাজি ও অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে হয়, তা নিজ জীবনে পূংখানুপূংখরূপে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.। তিনি আল্লাহর পথে চলার ও আল্লাহর সন্তুষ্টি মাফিক কাজ করার নিখুঁত ও পূর্ণাংগ মডেল।

তাই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. এর অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী আল কুরআনের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই মানুষ লাভ করতে পারে পার্থিব জীবনের সার্বিক সুখ, শান্তি ও কল্যাণ আর পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্য। তিনি আল্লাহর পথে চলার ও আল্লাহর সন্তুষ্টি মাফিক কাজ করার নিখুঁত ও পূর্ণাংগ মডেল।

তাই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. এর অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী আল কুরআনের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই মানুষ লাভ করতে পারে পার্থিব জীবনের সার্বিক সুখ, শান্তি ও কল্যাণ আর পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্য। এটাই মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের শাশ্বত উপায়।

১০. আল কুরআন জীবন যাপনের নির্ভুল বিধান

আল কুরআন মানুষের জন্যে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত জীবন যাপনের বিধান। আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরিল -এর মাধ্যমে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। এটি আগা-গোড়া এবং অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর বাণী। এতে কোনো প্রকার শোবা-সন্দেহ নেই। এর প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাণী, প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি তথ্য, প্রতিটি তত্ত্ব, প্রতিটি সংবাদ, প্রতিটি খবর, প্রতিটি ভবিষ্যত বাণী এবং এতে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা অকাট্য সত্য।

আল কুরআন আল্লাহর বাণী হবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় নেই। গত দেড় হাজার বছরে কেউ আল কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। যে-ই এসেছে চ্যালেঞ্জ করতে, সে-ই হয়েছে কূপোকাত। আল কুরআন

মানব জাতির প্রতি বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার এক অসীম ও অফুরন্ত অনুগ্রহ। এ কুরআন গোটা মানব জাতির জন্যে আল্লাহর দেয়া নির্ভুল পথ নির্দেশ ও শাশ্বত জীবন বিধান।

১১. মানুষের ভালো মন্দের মাপকাঠি

এই মহাগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হলো 'মানুষ'। কিসে মানুষের ভালো আর কিসে মানুষের মন্দ? কোন্‌টি মানুষের কল্যাণের পথ আর কোন্‌টি অকল্যাণের? কিসে মানুষের লাভ আর কিসে তার ক্ষতি? কোন্‌টি মানুষের ধ্বংসের পথ আর কোন্‌টি মুক্তির? কোন্‌টি শান্তির পথ আর কোন্‌টি পুরস্কারের? কোন্‌টি মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ আর কোন্‌টি তাঁর অসন্তুষ্টির? কুরআনের সব কথা এই লক্ষ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচিত হয়েছে।

মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধান ও হুকুম জানাবার জন্যে তিনি এক সুন্দর অনুপম নিয়ম করেছেন। সেই মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই তিনি মানুষের মধ্য থেকেই কিছু লোককে নবী-রসূল নিযুক্ত করেছেন। এই নবী-রসূলদের মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পথ এবং তাঁর হুকুম ও বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আল্লাহ পৃথিবীতে আর কোনো নবী পাঠাবেন না। মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাঁর প্রতি আল কুরআন নাযিল করেছেন।

আল কুরআন মানুষকে আল্লাহর পথ দেখায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখায়। জান্নাতের পথ দেখায়। এ কিতাব জীবনের সকল ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ ও লাভ-ক্ষতির কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়। এই মহা গ্রন্থই মানুষের জন্যে সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের মাপকাঠি।

আল কুরআনই আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়, রিসালাতের মর্যাদা, পরকালীন জবাবদিহিতা এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানবার মূল সূত্র। এ কিতাবের মাধ্যমেই মানুষ নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পেতে পারে। লাভ করতে পারে সত্য সঠিক জীবন বিধান। আজো বিশ্বের সমস্যা নিপীড়িত ও শান্তির অন্বেষী মানবতাকে এ কিতাবই দিতে পারে সুখ শান্তি ও মুক্তির দিশা।

১২. শিখা অনির্বাণ

এ মহাগ্রন্থে বিষয়-বস্তুর গ্রন্থনা এমন অভিনব পন্থায় করা হয়েছে যা বাক্যের অনুপম বিন্যাসে, সুরের সহৃদয় মুর্ছনায়, ছন্দের সাবলীল সম্মোহনে আর বিষয়বস্তুর মর্মস্পর্শী আবেদনে পাঠককে ধাবিত করে এক অপূর্ব অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে। আলোচ্য বিষয়ের পুনরুক্তি ও প্রতিধ্বনিতে এখানে পাঠক কখনো আড়ষ্ট হয়ে পড়েনা। গোটা গ্রন্থ বিস্ময়কর বর্ণনা ভঙ্গিতে বাঙময়। পাঠকের সংকীর্ণ হৃদয়ের দুয়ার খুলে তাকে প্রসারিত করে দেয় বিশ্বময়। এখানে প্রতিটি কথাকে এমন আকর্ষণীয় ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তা ভোলা যায়না, ভুল হয়না, বার বার শুধু দোলা দেয় পাঠকের হৃদয়ে। প্রতিটি কথাই যেনো সদ্যজাত, অথচ চিরন্তন, চির শাশ্বত। এ এমন এক আলোকবর্তিকা, যা সত্যকে সত্যরূপে উদ্ভাসিত করে দিয়ে দিবালোকের মতো জ্যোতির্ময় করে তোলে। দুঃখ বেদনায় মর্মপীড়িত মুমিনের হৃদয়কে সিক্ত করে তোলে প্রশান্তির দুর্নিবার ফল্গুধারায়। এ কিতাব শিখা অনির্বাণ, শারাবান তহুরা। একবার যে এ কিতাবের অমৃত সুধায় সিক্ত করে নিজের হৃদয়, মৃত্যুঞ্জয়ী সাফল্য চুম্বন করে তার পদযুগল।

১৩. আসুন কুরআন পড়ুন

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক মানুষই এ কিতাবের মর্মবাণী সম্পর্কে অবহিত নন। এমনকি মুসলিম সমাজের অবস্থাও করুন। অনেকেই কুরআন মজিদ পড়তে পারেন, কিন্তু এর মর্ম বুঝতে পারেন না। আবার অনেকেই কুরআন মজিদ পড়তেও শিখেননি। অথচ আল কুরআনই হলো মানুষের জন্যে মহান আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত বা জীবন পরিচালনার নির্দেশিকা।

আপনি পুরুষ হোন কিংবা মহিলা, আপনার কাজের জন্যে আপনাকে একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনি যে কোনো দৃষ্টিভংগিই পোষণ করুন না কেন, একবার কুরআন পড়ে দেখুন। মুক্ত ও নিরপেক্ষ মনে এ গ্রন্থটিকে অধ্যয়ন করুন। আপনার বিবেক, নিরপেক্ষ মন আর মানবিক যুক্তি যদি এ মহাগ্রন্থকে গ্রহণ করে, তবে আসুন, আপনি এ গ্রন্থকে আঁকড়ে ধরুন। বিবেক ও যুক্তিকে সম্মান দিন।

আপনি তো কতো গ্রন্থ, কতো বই-পুস্তকই পড়ে থাকেন। সকল বই-পত্রের মতো আল কুরআন পড়বার অধিকারও আপনার আছে। আপনি কেন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত এই মহাগ্রন্থকে উপেক্ষা করছেন? এর ফলে কি আপনি একটি বিরাট জিনিস হারাচ্ছেন না? আপনি সব ব্যাপারেই সক্রিয় হতে পারলে কুরআন পাঠের ব্যাপারে কেন সক্রিয় হতে পারবেন না?

তাই আসুন, কুরআন পড়ুন এবং কুরআনের সত্যতা অকাট্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন। বিবেক যদি এটিকে গ্রহণ করে,তবে আপনার পক্ষে বিবেকের বিরুদ্ধে যাওয়া কি ঠিক হবে?

১৪. কুরআন বুঝুন এবং মেনে চলুন

পৃথিবীতে যতো বই পুস্তক ও গ্রন্থই লেখা হয়, সেটা যে কোনো বিষয়েই লেখা হয়ে থাকনা কেন, হোক তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, হোক সমাজ বিজ্ঞান, হোক আইন-কানুন, কিংবা হোক তা অন্য কোনো বিষয়ের, তা মূলত লেখা হয়ে থাকে অনুসরণ, বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার জন্যে। ব্যক্তিগত চিঠি থেকে আরম্ভ করে পত্র-পত্রিকা পর্যন্ত সবকিছু থেকেই মানুষ তথ্য, তত্ত্ব, উপদেশ, সতর্কতা, কর্মনীতি, কর্মপন্থা ও নির্দেশিকা গ্রহণ করে।

আর আল কুরআন হলো মানুষের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর বাণী। এ বাণীতে তিনি গোটা মানব জাতির জন্যে জীবন যাপনের হিদায়াত বা নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। সুতরাং মানুষের উচিত দুনিয়ার যে কোনো বই পুস্তক ও গ্রন্থের চাইতে আল কুরআনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং অপরিহার্য বিধান হিসেবে গ্রহণ করে পাঠ করা, শিখা, বুঝা এবং এর মর্ম উপলব্ধি করা। সেই সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। এ গ্রন্থে প্রদত্ত নির্দেশিকার আলোকে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে সর্বত্র কুরআনের আলো ছড়িয়ে দেয়া। ব্যাপকভাবে কুরআন শিখা ও শিক্ষাদানের আয়োজন করা এবং কুরআন চর্চার আন্দোলন গড়ে তোলা। আপনার বিবেক কি এই অকাট্য যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারবে?

কোনো বিষয়কে যেমন না বুঝে প্রত্যাখ্যান করা যায়না।তেমনি কোনো বিষয়কে না বুঝে ঠিক মতো জানা এবং মানাও যায়না। কেউ যদি কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে এবং এ গ্রন্থকে মানতে ও অনুসরণ করতে না চান, সে ক্ষেত্রে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেকের দাবি হলো, গ্রন্থটি পড়ে এবং বুঝে যুক্তির ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে, কেন তিনি এটিকে

মানবেন না? না পড়ে, না বুঝে গোঁড়ামি, অন্ধতা ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো গ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

অপর দিকে যারা আল্লাহর কিতাব হিসেবে কুরআনের প্রতি ঈমান রাখেন এবং কুরআনকে মানতে ও অনুসরণ করতে চান, সে ক্ষেত্রেও তাদেরকে অবশ্যি কুরআন বুঝতে হবে। কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে কুরআনের হুকুম-বিধান ও নির্দেশাবলী সঠিকভাবে মানা কিছুতেই সম্ভব নয়। যেমন কম্পিউটার অপারেট করার পদ্ধতি না জেনে কম্পিউটার চালনা করা সম্ভব হতে পারেনা, ঠিক তেমনি কুরআনকে মানা ও অনুসরণ করার জন্যে কুরআন জানা ও বুঝা অপরিহার্য।

তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুমিনের জন্যে এ কাজ অবশ্যি একটি অপরিহার্য কাজ।

আপনার কাছে কুরআনের দাবি ও আহ্বান হলো, আপনি যেখানেই থাকুন, যে এলাকাই থাকুন, আপনি যদিঃ

০১. আল কুরআনকে বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক অবতীর্ণ ও সুরক্ষিত কিতাব বলে বিশ্বাস করে থাকেন,

০২. কুরআনকে মানুষের জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত গাইড বুক বা নির্দেশিকা বলে মেনে নিয়ে থাকেন,

০৩. কুরআনকে মানবতার সার্বজনীন ও শাশ্বত কল্যাণ, মুক্তি ও সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি বলে মেনে নিয়ে থাকেন। তবে, কুরআনকে আঁকড়ে ধরুন। জানার জন্য কুরআন পড়ুন, মানার জন্য কুরআন পড়ুন। আল কুরআনের বাহক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর জীবনাদর্শ ও জীবন যাপন পদ্ধতিকে কুরআনের বাস্তব মডেল ও ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করুন। কুরআন বুঝবার ও মেনে চলবার অংগীকার করুন। গোটা মানব সমাজকে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করবার এবং কুরআন বুঝাবার চেষ্টা করুন।

১৫. কুরআন বুঝার উপায় কি?

কিন্তু কুরআন বুঝার উপায় কি? কিভাবে সহজ সরল উপায়ে সঠিকভাবে কুরআন বুঝা সম্ভব? হ্যাঁ, অন্য যে কোনো গ্রন্থ বুঝা ও উপলব্ধি করার জন্যে আপনি যে পন্থা অবলম্বন করে থাকেন, কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে সে

পন্থা অবলম্বন করুন। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবি ভাষায়। এটি বাংলাভাষীদের জন্যে একটি বিদেশী ভাষা। আমাদের দেশের অসংখ্য শিক্ষিত মানুষ বিদেশী ভাষায় লিখিত বই-পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা পড়ে থাকেন। অনেকেই বিদেশী ভাষায় অফিস আদালত পরিচালনা করেন। অর্থাৎ সামাজিক ও বৈষয়িক কার্যক্রম জানা, বুঝা ও পরিচালনার জন্যেই আপনি বিদেশী ভাষা শিখেছেন।

কিন্তু কুরআন তো আপনার স্রষ্টা, মালিক, মনিব ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব বুঝা ও অনুধাবন করা আপনার জীবনের অন্য যে কোনো বিষয় বুঝার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কিতাবের নির্দেশাবলী জানা ও মানার উপরই তো নির্ভর করছে আপনার পার্থিব জীবনে সঠিক পথ লাভ এবং পরকালীন অনন্ত জীবনে মুক্তি ও সাফল্য অর্জন।

তাই আপনি কুরআনের ভাষা শিখার সিদ্ধান্ত নিন। কোনো ভাষা শিখার জন্যে বয়স কোনো বাধা নয়। প্রয়োজন হলো গুরুত্ব অনুভব করার এবং আল্লাহর নির্দেশাবলি জানা ও হিদায়াত লাভ করার তীব্র আকাংখার। সেই সাথে প্রয়োজন এ জন্যে একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেবার।

তবে কুরআন বুঝার জন্যে আরবি শিখতেই হবে, এটা অপরিহার্য নয়। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলা ভাষায় কুরআনের অনেক ক'টি অনুবাদ ও তফসির প্রকাশ হয়েছে। আপনি কুরআন বুঝার জন্যে এসব গ্রন্থের সাহায্য নিন।

১৬. অনুবাদ পড়ে কুরআন বুঝুন

কুরআন বুঝার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, আপনি প্রথমে নিজের মাতৃভাষায় আল কুরআনের অনুবাদ পড়ে নিন।

কুরআন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, কুরআনের তফসির পড়ার পূর্বে কুরআন মজিদের সম্পূর্ণ অর্থ বা অনুবাদ পড়ে নেয়া উচিত। কারণ কুরআনই কুরআনের সর্বোত্তম তফসির।

এতে করে আল্লাহ্ তায়ালার একই বক্তব্য বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য বারবার আপনার সামনে আসতে থাকবে। আপনি সহজেই বুঝে যাবেন, মহান আল্লাহ্ আপনাকে কী উপদেশ দিচ্ছেন, কী নির্দেশ দিচ্ছেন, কী বিশ্বাস করতে বলছেন, কী গ্রহণ করতে বলছেন, কী বর্জন করতে বলছেন এবং কীভাবে জীবন যাপন করতে বলছেন?

এ উদ্দেশ্যে আপনি নিম্নোক্ত অনুবাদ গ্রন্থগুলোর যে কোনোটি পড়তে পারেন:

০১. আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ। আবদুস শহীদ নাসিম

০২. কুরআনুল করিম: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

০৩. তরজমায়ে কুরআন মজিদ: আধুনিক প্রকাশনী।

আপনি কুরআনের শুধু অনুবাদ বছরে অন্তত চারবার পড়ে নিন। আল্লাহ্‌র বাণীর মর্ম ও তাৎপর্যের জ্যোতিতে আপনার অন্তর আলোকিত হয়ে উঠবে। ইনশাআল্লাহ।

১৭. তফসির পড়ে কুরআন বুঝুন

কুরআন মজিদ বুঝা ও হৃদয়ংগম করার জন্যে তফসির পড়া জরুরি। কুরআন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ সেই প্রাথমিক যুগ থেকে এ যাবত বহু তফসির গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যিনি কুরআনের তফসির করেন বা লিখেন, তাঁকে বলা হয় মুফাসসির। মুফাসসিরগণ কুরআনের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন, হাদিস ও সুন্নতে রসূলের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, সাহাবায়ে কিরামের বাণী ও আছারের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং তফসিরের সাহায্যেই কুরআন বুঝা সহজ।

আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে কুরআনের বর্ণিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞানসহ বহু বিষয়ে মানুষ এখন স্বচ্ছ ধারণা লাভ করছে। কুরআনের এ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা ও মর্ম উপলব্ধি করছে। আধুনিক কালে যারা কুরআনের তফসির লিখেছেন, তাঁদের অনেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য ও বাস্তবতাকে আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অকাট্য সত্যতার প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে আধুনিক শিক্ষিতদের জন্যে এসব তফসিরের মাধ্যমে কুরআন বুঝা আরো সহজ হয়ে উঠেছে।

স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের সর্বাধিক তফসির লেখা হয়েছে আরবি ভাষায়। তাছাড়া উদর্ণ, ইংরেজি, ফার্সি, বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তফসির লেখা হয়েছে। আমাদের ভাষা বাংলা। আমাদের অধিকাংশ লোকই শুধু বাংলা ভাষা বুঝেন। আলহামদুলিল্লাহ, এ যাবত আরবি ও উদর্ণ থেকে বেশ কটি তফসির বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে।

যারা বাংলা তফসির পড়তে চান, তাদের জন্য পরামর্শ হলো, আপনি প্রথমত বাংলায় অনূদিত নিম্নোক্ত তফসিরগুলোর কোনো একটিকে নিজের পাঠ্য বানিয়ে নিন:

০১. তফসিরে ইবনে কাসির: ইসমাঈল ইবনে কাসির (আরবি থেকে অনুবাদ)।

০২. বয়ানুল কুরআন বা তফসিরে আশরাফি: আশরাফ আলী থানবি (উর্দু থেকে অনুবাদ)।

০৩. তাফহীমুল কুরআন: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (উর্দু থেকে অনুবাদ)।

০৪. মা'আরিফুল কুরআন: মুহাম্মদ শফি (উর্দু থেকে অনুবাদ)।

০৫. ফী যিলালিল কুরআন: সাইয়েদ কুতুব শহীদ (আরবি থেকে অনুবাদ)।

০৬. তফসিরে তাবারি: মুহাম্মদ ইবনে জারির আত তাবারি (আরবি থেকে অনুবাদ)।

০৭. তাদাব্বুরে কুরআন: আমীন আহসান ইসলাহি।

০৮. তাদরিসুল কুরআন: আবদুস শহীদ নাসিম।

যারা সরাসরি আরবি, উর্দু ও ইংরেজি তফসির পড়তে চান, তাদের জন্যে পরামর্শ হলো, উপরোক্ত তফসিরগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি তফসির পড়তে পারেন। যেমন:

০৯. আহকামুল কুরআন: আহমদ ইবনে আলী আল জাস্‌সাস (আরবি)।

১০. তফসিরে কুরতবি: ইমাম কুরতবি (আরবি)।

১১. তাদাব্বুরে কুরআন-আমিন আহসান ইসলাহি (উর্দু)।

১২. The Holy Quran: Abdullah Yusuf Ali (English)

আপনি এই তফসিরগুলো থেকে কোনো একটিকে নিজের পাঠ্য বানিয়ে নিন। আপনি যদি ভালোভাবে কুরআন বুঝতে চান, অথবা আপনি যদি কোথাও কুরআন ক্লাস পরিচালনা করেন, কিংবা দরসে কুরআন বা তফসির পেশ করেন, তবে একই সাথে তিনটি তফসির পড়ুন। এতে করে আপনি যে অংশ

পড়বেন তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। তবে তফসির করা বা দারস দেয়ার জন্যে 'তাদরিসুল কুরআন' গ্রন্থটি (৮নং) অধিকতর উপযোগী। ক্রমান্বয়ে সবগুলো তফসির পড়ে নিতে পারলে খুবই উপকৃত হবেন।

১৮. কুরআন সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বইগুলোর সাহায্য নিন

বাংলা ভাষায় সহজভাবে কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে কয়েকটি বই পড়ে নিলে আপনি দারুণ উপকৃত হবেন। এগুলো থেকে আপনি আল কুরআন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভ করতে পারবেন। লাভ করতে পারবেন কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা। এগুলো কুরআন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করে দেবে। সে বইগুলো হলো :

০১. কুরআন পড়বেন কেন? কিভাবে?: আবদুস শহীদ নাসিম।

০২. কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ: আবদুস শহীদ নাসিম।

০৩. কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়: আবদুস শহীদ নাসিম।

০৪. কুরআনের সাথে পথ চলা: আবদুস শহীদ নাসিম।

০৫. আল কুরআন বিশ্বের সেরা বিস্ময়: আবদুস শহীদ নাসিম।

০৬. আল কুরআন আত তাফসির: আবদুস শহীদ নাসিম।

০৭. কোরআনের জ্ঞান বিজ্ঞান: জাস্টিস আল্লামা তাকী উসমানী।

০৮. কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি: শাহ ওলী উল্লাহ দেহলবি।

০৯. কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা: খুররম মুরাদ।

১০. কুরআনের মর্মকথা (এটি মূলত তফসির 'তাফহীমুল কুরআন'-এর ভূমিকা।)

যারা আল কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং বাস্তবতাও উপলব্ধি করতে চান, তারা নিম্নোক্ত বইগুলোও পড়ে নিতে পারেন :

১১. Scientific Indications in the Holy Quran.
(Prepared and published by: Islamic Foundation Bangladesh)

১২. The Bible, The Quran and Scicence: Dr. Maurice Bucaille.
('বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামে বাংলায় প্রকাশ হয়েছে)

১৯. আম্বিয়ায়ে কিরাম ও বিশ্বনবীর জীবনী পড়ুন

কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নবীগণের জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়ন খুবই প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ পড়ে নেয়া একান্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো পড়ে নিলে খুবই উপকৃত হতে পারেন:

০১. নবীদের সংগ্রামী জীবন: আবদুস শহীদ নাসিম।[১]
০২. মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ: নঈম সিদ্দীকী।
০৩. সীরাতে ইবনে হিশাম।
০৪. সীরাতুন নবী: শিবলি নুমানি।
০৫. সীরাতে সরওয়ারে আলম।
০৬. বিশ্ব নবীর শ্রেষ্ঠ জীবন: আবদুস শহীদ নাসিম।
০৭. আদর্শ নেতা মুহাম্মদ সা.: আবদুস শহীদ নাসিম।
০৮. বিশ্ব নবীর চুক্তি ও ভাষণ: আবদুস শহীদ নাসিম।
০৯. রসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন: আবু সলিম মুহাম্মদ আবদুল হাই।

২০. আরো দুইটি বই

আরো দু'টি গ্রন্থ আপনার সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন। এর একটি হলো: 'আল মুজাম আল মুফাহ্‌হারাস লিআলফাজিল কুরআনিল কারিম।'

কুরআন মজিদের যে কোনো আয়াত বা শব্দ, সেটি কুরআনের কোন্ সূরার এবং কত নম্বর সূরার কত নম্বর আয়াতে রয়েছে এ গ্রন্থ দ্বারা আপনি নিমিষেই তা বের করতে পারবেন। অর্থাৎ এই গ্রন্থটি কুরআনের যে কোনো আয়াত বা শব্দ বের করার চাবিকাঠি। এটি মধ্যপ্রাচ্যের যেকোনো আরব দেশ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। এটি তৈরি করেছেন ফুয়াদ আবদুল বাকী।

আর দ্বিতীয় যে গ্রন্থটি আপনার কাছে থাকা খুবই দরকার সেটি হলো: 'তাফহিমুল কুরআনের বিষয় নির্দেশিকা'

এ গ্রন্থটি হলো, যেকোনো বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য অর্থাৎ বিষয়টি কুরআনের কোন্ সূরার কত নম্বর আয়াতে আছে, তা বের করার চাবিকাঠি। সেই সাথে বিখ্যাত তফসির 'তাফহিমুল কুরআন' থেকে বিষয়টির তফসির বা ব্যাখ্যাও বের করতে পারবেন।

---

০১. এই বইটিতে কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর জীবনী কুরআনের আলোকে লেখা হয়েছে।

এক্ষেত্রে আমাদের অনুদিত "আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ"-এর ভূমিকাও ভালো সহায়ক হবে।

২১. শুনে কুরআন বুঝুন

কুরআন বুঝার আরেকটি উৎকৃষ্ট উপায় হলো শুনে বুঝা। দুনিয়ার সব বিষয় বুঝার জন্যেই মানুষ একটা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করে। শিক্ষকের সাহায্য এবং নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ শিখে থাকে। শিক্ষকের সাহায্য আনুষ্ঠানিকভাবেও নেয়া হয়, উপানুষ্ঠানিকভাবেও নেয়া যায়, আর নেয়া যায় অনানুষ্ঠানিকভাবেও। সাহাবায়ে কিরাম রা. রসূল সা.-এর নিকট থেকে শুনেই কুরআন শিখেছেন। রসূল সা. ছিলেন তাঁদের শিক্ষক।

যারা নিরক্ষর তাদের তো শুনেই কুরআন বুঝতে হবে। বুঝার চেষ্টা করাকে তারাও অবহেলা করতে পারেন না। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে নিজেরা সরাসরি পড়ার সাথে সাথে যারা কুরআনের জ্ঞান রাখেন এমন লোকদের নিকট থেকেও কুরআনের অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা শুনা, বুঝা ও শিখা প্রয়োজন। তবেই তাদের কুরআন বুঝা ও শিখাটা হবে যথার্থ ও পূর্ণাংগ।

আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের আল কুরআনের ব্যাখ্যা ও মর্ম বুঝার সুযোগ খুব কমই আছে। তাই কুরআনের পতাকাবাহীরা সারাদেশেই বিভিন্ন উদ্যোগে 'কুরআন ক্লাস', 'দরসে কুরআন' এবং 'তফসিরুল কুরআন' আলোচনার আয়োজন করে। কুরআন শিখা ও কুরআনের মর্ম বুঝার এসব অনুষ্ঠানে শিক্ষিত এবং নিরক্ষর, নারী এবং পুরুষ সকলেরই যোগদান করা কর্তব্য। কিশোর, তরুণ ও যুবকদেরও এসব অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে যোগদান করা এবং করানো উচিত।

তাছাড়া যার যেখানে সুযোগ আছে সেখানেই কুরআন ক্লাস, দরসে কুরআন এবং তফসিরুল কুরআনের আয়োজন করা প্রয়োজন। যারা কুরআনের জ্ঞান রাখেন, তাদের এসব প্রোগ্রাম চালানো এবং আলোচনা পেশ করা উচিত।

২২. কুরআন ক্লাস চালু করুন

'কুরআন ক্লাস' মানে আল কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার ক্লাস। এ ক্লাস সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক নিয়মিত

অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠিত হওয়াই উত্তম। আল কুরআন সম্পর্কে উৎসাহী এবং জানা শুনা আছে, এমন কেউ কুরআন ক্লাসের পরিচালক হবেন। ক্লাসের স্থান বা এলাকা নির্ধারিত থাকবে। এ ক্লাসে আল কুরআনের শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে এবং এভাবে কুরআন মজিদ শেষ করার জন্যে সময় ও ক্লাসের একটি টারগেটও নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে আমপারাটা আগে শেষ করে দিয়ে তারপর প্রথম থেকে শুরু করলে বেশি ভালো হয়।

ক্লাসে নিয়মিত অংশ গ্রহণকারীগণ নির্ধারিত অংশের উপর পড়াশুনা করে আসবেন এবং পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে অর্থ, মর্ম ও শিক্ষা জেনে নেবেন। ক্লাস পরিচালক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন, অন্যদেরকেও বলার সুযোগ দেবেন এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন। প্রত্যেক ক্লাসেই নিজেদের জীবনে ও পরিবারে কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু সময় পর্যালোচনা হতে পারে। এভাবে কুরআন ক্লাসের মাধ্যমে আমরা কুরআন বুঝা এবং কুরআনের জ্যোতিতে জীবন ও সমাজকে আলোকিত করার পথে এগিয়ে যেতে পারি।

তাই, আপনি যেই হোন, যেখানেই থাকুন, আপনার পরিমণ্ডলে কুরআন ক্লাস চালু করুন। আপনার বাসায়, প্রতিবেশীর বাসায়, বৈঠকখানায়, ক্লাবে, কর্মস্থলে, মসজিদে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যেখানেই কুরআনের ব্যাপারে দু'চারজনকে আগ্রহী করতে পারেন, সাপ্তাহিক কুরআন ক্লাস চালু করে দিন। নিজে পরিচালনা করুন, অথবা আপনার চেয়ে অধিক জানা কাউকে পেলে তাঁকে দিয়ে পরিচালনা করান।

আপনি যদি কুরআন ক্লাস পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান আপনার নাই বলে মনে করেন, তবে তাতেও অসুবিধা নেই। কুরআনের বাংলা অনুবাদ ও তফসির নিয়ে বসুন, নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করুন এবং তার উপর সবাই মিলে আলোচনা করুন। সে অংশটুকুর তাৎপর্য ও শিক্ষা আলোচনা করুন। এভাবে ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক ক্লাসে আলোচনা করুন। নিয়মিত অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতেই কুরআনের বাংলা অনুবাদ ও তফসির থাকলে ভালো হয়।

কুরআন ক্লাসে অংশগ্রহণের জন্যে মানুষকে ডাকুন। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠি, সহকর্মী, প্রতিবেশী এবং পরিচিত

অপরিচিত সবাইকে ডাকুন। অনুরোধ করুন নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে, অন্তত যেদিন পারে সেদিন অংশ নিতে। মহিলারা নিজেদের মধ্যে ক্লাস চালু করুন অথবা পর্দার সাথে পুরুষদের সংগে বসুন। ছোটদেরকেও কুরআন ক্লাসে ডাকুন। কুরআন ক্লাসে মুসলিম অমুসলিম সকলেই অংশ নিতে পারেন।

২৩. দরসুল কুরআনের ব্যবস্থা করুন

'দরসে কুরআন' মানে কুরআন শিক্ষাদান। এটি মূলত একটি পরিভাষা। এর প্রচলিত অর্থ হলো, কুরআন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন, এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কুরআনের কোনো নির্দিষ্ট অংশের উপর শিক্ষামূলক আলোচনা পেশ করা। তিনি আলোচনাকে এভাবে সাজিয়ে পেশ করবেন:

প্রথমত : নির্দিষ্ট অংশ তিলাওয়াত করে শুনাবেন।

দ্বিতীয়ত : মাতৃভাষায় সে অংশের অর্থ বলবেন।

তৃতীয়ত : উক্ত অংশের পটভূমি বা শানে নুযুল আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে অংশটি যে সূরার অন্তর্ভুক্ত, সেটি নাযিলের সময়কাল এবং তার পটভূমিও সংক্ষেপে বলবেন। প্রাসংগিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

চতুর্থত : পটভূমির আলোকে আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন।

পঞ্চমত : কুরআনের উক্ত বক্তব্যের সাথে নিজেদের বর্তমান জীবন ও সমাজের তুলনামূলক আলোচনা করবেন। নিজেদের অবস্থা খতিয়ে দেখবেন।

ষষ্ঠত : আল্লাহর বাণীর আলোচ্য অংশে নিজেদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয় পাওয়া গেলো সেগুলো উল্লেখ *(Point out)* করবেন।

সপ্তমত : কুরআনি শিক্ষার আলোকে উপস্থিত সকলকে নিজেদের জীবন ও সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানাবেন।

অষ্টমত : শ্রোতাদের প্রাসংগিক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার সহজ-সরল ও যথার্থ জবাব দেবেন। তথ্যভিত্তিক জবাব দেবেন।

এই হলো দরসে কুরআন। যিনি দরস পেশ করেন তাকে 'মুদাররিস' বা শিক্ষক বলা হয়। দরসের ব্যবস্থা নিয়মিতও হতে পারে, অনিয়মিতও হতে পারে। আপনি নিজ পরিবার পরিজনের মধ্যে আত্মীয় স্বজনকে একত্রিত করে এবং মসজিদে অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোনো স্থানে দরসে কুরআন প্রদানের ব্যবস্থা করুন। নিজের পক্ষে সম্ভব না হলে আপনি আয়োজন করুন এবং দরস পেশ করতে পারেন এমন কাউকে দাওয়াত দিয়ে দরসে কুরআন পেশের ব্যবস্থা করুন।

এভাবে যেসব স্থানে দরসের মাধ্যমে কিছু লোক কুরআনের ব্যাপারে উৎসাহী হবে তাদের নিয়ে সাপ্তাহিক কুরআন ক্লাস চালু করুন।

২৪. তফসিরুল কুরআনের অনুষ্ঠান করুন

'তফসিরুল কুরআন অনুষ্ঠান' বা 'তফসির' কথাটি বাংলাদেশে সুপরিচিত। সাধারণত কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী কোনো ব্যক্তি এ ধরনের মাহফিলে কুরআনের কোনো অংশের উপর তফসির পেশ করেন। তফসির মহফিলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী পুরুষ সর্ব শ্রেণির মানুষেরই অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকে। তফসির মাহফিল মাঠ, মসজিদ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যে কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং যে কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান এর আয়োজন করতে পারে।

তাই, যেখানেই যাদের পক্ষে সম্ভব, স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিয়ে ব্যাপকভাবে তফসির মহফিলের আয়োজন করা প্রয়োজন। তফসির মহফিলের মাধ্যমে মানুষের মন যখন কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন তাদেরকে নিয়মিত কুরআন ক্লাসে শরিক করাও সহজ।

২৫. কুরআন তিলাওয়াত শিখুন

আমাদের দেশে পরিবেশগত বিভিন্ন কারণে অনেকেই ছোট বেলায় কুরআন পড়া শিখতে পারেন না। এটা মুসলমানদের জন্যে খুশির বিষয় নয়। ছোট বেলায় যাদের কুরআন পড়তে শিখার সুযোগ হয়নি; কিংবা পড়তে পারলেও শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না, তাদের একটি জরুরি কর্তব্য হলো, কুরআন পড়তে এবং সঠিকভাবে পড়তে শিখার প্রতি মনোনিবেশ করা।

মনে রাখবেন, কুরআন আমাদের স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক ও প্রভু মহান আল্লাহর বাণী। তিনি মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে এ কালাম

অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং এ কালাম পড়তে জানা এবং এর অর্থ ও মর্ম বুঝা দু'টোই মুসলমানদের জন্যে অতীব জরুরি বিষয়। এক্ষেত্রে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই।

আজকাল সহজে ও স্বল্প সময়ে সুন্দরভাবে কুরআন পড়তে শিখার বেশ ক'টি পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। এসব পদ্ধতিতে সারাদেশেই কুরআন শিখাবার চেষ্টা চলছে। আপনিও এসব পদ্ধতির ক্লাসে শরিক হয়ে দ্রুত কুরআন পড়তে শিখে নিন। এসব পদ্ধতিতে অল্প সময়ে কুরআন পাঠ শিখানো হয়। এভাবে যদি শিখার সুযোগ না পান, তবে আপনার আশ পাশের কোনো আলেমকে অনুরোধ করে তাঁর কাছ থেকে শিখে নিন। মোটকথা, আপনি কুরআন তিলাওয়াত শিখার জন্যে নিজের মধ্যে পেরেশানি সৃষ্টি করুন।

২৬. লেখার অভ্যাস থাকলে লিখুন

মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার এক বিরাট অনুগ্রহ হলো, তিনি মানুষকে, 'বলে' এবং 'লিখে' মনের ভাব প্রকাশ করার যোগ্যতা দিয়েছেন। তাইতো আল্লাহ পাক বলেন: 'আল্লামাহুল বায়ান' অর্থাৎ তিনি মানুষকে বলতে শিখিয়েছেন এবং 'আল্লামা বিল কলম'-তিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।

যারাই আল্লাহর কালাম বা কালামের কিছু অংশ হলেও শিখেছেন, বুঝেছেন, তাদের কর্তব্য হলো নিজেরা তা মেনে চলবেন এবং অন্যদেরকেও তা শিখাবেন, বুঝাবেন এবং মেনে চলার জন্যে আহ্বান জানাবেন। মৌখিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করাতো সকলেরই দায়িত্ব। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে লেখার যোগ্যতাও দান করেছেন, এ দায়িত্ব পালনে কলম ধরাও তাদের কর্তব্য। তাই আপনি আপনার লেখার যোগ্যতাকে মানুষের কাছে আল্লাহর কালামের মর্মবাণী পৌঁছে দেবার জন্যে নিয়োজিত করুন। কলমের সাহায্যে মানুষকে আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য বুঝাবার চেষ্টা করুন।

যারা আল কুরআন শিখেন এবং শিক্ষা দেন তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর বাণীও সর্বশ্রেষ্ঠ সুতরাং যারা তাঁর বাণী শিখবেন এবং মানুষকে শিখাবেন, মানুষের মাঝে তাঁর কালামের প্রচার, প্রসার ও প্রবর্তনের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন, তারা যে মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারেনা।

আপনি কলম ধরুন। কুরআনের উপর লিখুন। সহজ ভাষায় কুরআনের বক্তব্য মানুষের সামনে তুলে ধরুন। কুরআনের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখুন। চিন্তা করুন, চিন্তা করলে আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে হাজারো বিষয়। মৌলিক মানবীয় গুনাবলি, নৈতিক চরিত্র, দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন, মানবাধিকার, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, আন্দোলন, সংগঠন, আইন-আদালত, সরকার, প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে আপনি দিক নির্দেশনা পাবেন আল কুরআনে। তাই কুরআনি আদর্শে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শ্রেষ্ঠ সমাজ গড়ার উচ্চাকাংখা নিয়ে আপনি এসব বিষয়ে লিখে যান অবিরাম।

লেখার মাধ্যমে আল্লাহর বাণী প্রচার করে যান। কলম চালিয়ে যান। পত্র পত্রিকায় লিখুন। বই পুস্তক লিখে প্রকাশ করুন। ফেইসবুক সহ সামাজিক মিডিয়াগুলোতে লিখুন। লেখক হিসেবে কলমের সাহায্যে আল্লাহর কালামকে বিজয়ী করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হোন।

২৭. আসুন সিদ্ধান্ত নিই

এ যাবতকার আলোচনা থেকে আমরা আল্লাহ তায়ালার কালাম আল কুরআনের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি। তাই আসুন সিদ্ধান্ত নিই:

০১. আমি আল্লাহ্‌র বাণী আল কুরআনের প্রতি ঈমান পোষণ করবো।

০২. আমি আল কুরআন শিখবো, বুঝবো এবং আল কুরআনের শিক্ষা ও মর্ম উপলব্ধি করার জন্য আজীবন যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

০৩. নিজের জীবনে আল কুরআনকে মেনে চলবো এবং আল কুরআনের নির্দেশিত পথে ও পন্থায় জীবন যাপন করবো।

০৪. অন্যদেরকে আল কুরআন শিখাবো ও বুঝাবো। আল কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানোর কাজে আত্মনিয়োগ করবো এবং কুরআনের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেবো।

০৫. মানুষকে আল কুরআনের নির্দেশিত পথে আসার এবং এর আদর্শ ও বিধি বিধানের ভিত্তিতে জীবন যাপন করার আহ্বান জানাবো।

০৬. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিভাগে আল কুরআনের হুকুম আহকাম বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।

আসুন, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব আল কুরআনের ব্যাপারে আমাদের উপর অর্পিত এই অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করি। আসুন, আমরা এগুলো পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

আল্লাহ্‌র কালামের ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্যে যদি আমরা অংগীকার করি এবং আল্লাহর সাহায্য চাই, তবে অবশ্যি সচেষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ্‌র সাহায্য অবধারিত। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ •

"যারা আমার পথে চলার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা করে, আমি অবশ্যই আমার পথে চলতে তাদের সাহায্য করি।" (সূরা ২৯ আল আনকাবূত: আয়াত ৬৯)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেন :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِه • (مسند احمد)

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি এ দু'টোকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো, তবে কখনো বিপথগামী হবেনা, হবেনা ধ্বংস। শুনো, সে দু'টোর একটি হলো- আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) আর অপরটি হলো তাঁর রসূলের সুন্নাহ।" (বিদায় হজ্জের ভাষণ)

আসুন, আমরা সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু আল কুরআনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরি। আসুন, জানার জন্যে কুরআন পড়ি, বুঝার জন্যে কুরআন পড়ি, শিখার জন্যে কুরআন পড়ি। আসুন, আমরা মানার জন্যে কুরআন পড়ি। বুঝাবার ও শিখাবার জন্যে কুরআন পড়ি, প্রচার-প্রসার ও প্রবর্তনের জন্যে কুরআন পড়ি।

সত্যি আমরা যদি কুরআনকে আমাদের জীবনের সকল কর্মকান্ডের চাবিকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, আমরা যদি-

১. আমাদের ব্যক্তি জীবনে,

২. পরিবারে এবং

৩. সমাজের সকল স্তরে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করি, তবেই এ কুরআন আমাদের বানাবে -

১. শ্রেষ্ঠ মানুষ,

২. আদর্শ নাগরিক ও

৩. সেরা জাতি।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا •

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু (আল কুরআন)-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং (এ ব্যাপারে) নিজেদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করোনা।" (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১০৩)

আসুন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর রসূলের অভিযোগ থেকে নিজেকে বাঁচান:

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا •

"(বিচারের দিন) আল্লাহর রসূল (অভিযোগ করে) বলবেন: হে প্রভু! আমার লোকেরা এই কুরআনকে পরিত্যাগ করে রেখে দিয়েছিল।" (সূরা ২৫ আল ফুরকান: আয়াত ৩০)

English Translation: *And the Messenger (Muhammad PBUH) Will say: O my Lord! Verily my People deserted this Quran (neither listened to it, nor acted on its Laws and Teachings.) (Surah 25: 30)*

শেষ

---

* এই পুস্তিকাটি পাঠ করা শেষ হলে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে অবশ্যি এই লেখকের 'কুরআন পড়বেন কেন? কিভাবে?' গ্রন্থটি পড়ুন।

আবদুস শহীদ নাসিম

লিখিত ও অনূদিত কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ
আল কুরআন: সহজ বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ
কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন: বিশ্বের সেরা বিস্ময়
আল কুরআন কি ও কেন?
জানার জন্যে কুরআন মানার জন্যে কুরআন
আল কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপায়
Ways to Pay Homage to Al- Quran
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল
সিহাহ সিত্তার হাদিসে কুদসি
হাদিসে রসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
উম্মুস সুন্নাহ হাদিসে জিবরিল
বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠ জীবন
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
নবীদের সংগ্রামী জীবন
বিশ্ব নবীর চুক্তি ও ভাষণ
ঈমানের পরিচয়
ঈমান ও আমলে সালেহ
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
নামাযের সহীহ পদ্ধতি
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
ইসলাম ও মানবতা
ইসলামের পারিবারিক জীবন
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
তাকওয়া
পবিত্র জীবন
মুসলিম পুরুষ ও নারীর পোষাক
নফস কলব হাওয়া
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক ভিত্তি
ইসলামে জ্ঞান চর্চা
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
যিকির দোয়া ইস্তেগফার
কুরআনে আঁকা জান্নাতের ছবি
কুরআনে জাহান্নামের দৃশ্য
কুরআনে হাশর ও বিচারের দৃশ্য
শাফায়াত
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
ইসলামি শরিয়া: কি? কেন? কিভাবে?
ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগ আপত্তি: কারণ ও প্রতিকার
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
তাদরিসুল কুরআন
জানতে চাই
জীবন যৌবন সাফল্য
ঈমানের পরিচয়
মানব সৃষ্টির সূচনা ও হযরত আদম আ.
হাজার বছরের সংগ্রামী নবী হযরত নূহ আ.
কাবা নির্মাতা হযরত ইবরাহিম আ.
মিশর শাসক হযরত ইউসুফ আ.
প্রিয় নবী ঈসা ইবনে মরিয়ম আ.
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
কুরআন ও রমযান
সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল
রমযানের শিক্ষায় সুন্দর জীবন গড়ার উপায়
মুমিনের জীবনে শোকর ও সবর
সন্তানের সুন্দর জীবন গঠনে পিতা মাতার ভূমিকা
মানব কল্যাণের ধর্ম ইসলাম
সুন্দর চরিত্র
সবরের পথ
শাহাদাত
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
তাদরিসুল হাদিস
সীরাতুন্নবী মুহাম্মদ সা.
সুখের সন্ধানে
বিপ্লব হে বিপ্লব (কাব্যগ্রন্থ)

কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদিস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
বসন্তের দাগ (গল্প)

অনূদিত কয়েকটি বই

আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যাদে রাহ
এস্তেখাবে হাদিস
মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
মহিলাদের রোযা ও ই'তেকাফ
মহিলাদের হজ্জ ও উমরা
মহিলা ফিক্হ ১ম ও ২য় খণ্ড
ফিকহুস সুন্নাহ ১ম -৩য় খণ্ড
ইসলামের জীবন চিত্র
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
দাওয়াতে ইলাল্লাহ দা'য়ী ইলাল্লাহ
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম

এছাড়াও আরো অনেক বই

প্রাপ্তিস্থান

বর্ণালি বুক সেন্টার
দোকান: ১০, মাদরাসা মার্কেট
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: ০১৭৪৫২৮২৩৮৬

বই মেলা
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ০১৭৫৩৪২২৯৬